6

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

একটি থানায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

বাউফল সংবাদদাতা ॥ বাউফল থানায় শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচীতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে জানা যায়, অত্র থানায় ঐ কর্মসূচীতে সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইতেছে না। ফলে, যাহাদের উদ্দেশে ঐ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হইয়াছে সেই দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী সরকারের এই কর্মসূচীতে উপকৃত হইতেছে না। উপকৃত হইতেছে ঐ কর্মসূচীর সহিত জড়িত এক শ্রেণীর অসাধু স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য শিক্ষক ও খাদ্যগুদামের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। বাউফল থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, অত্র থানায় ৩টি ইউনিয়নে এই প্রকল্প চালু রহিয়াছে। প্রতি মাসে ৫৬ দশমিক ২৬৬ মেট্রিক টন চাউল উত্তোলন হয়। সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রহিয়াছে ৫ হাজার ৪২ জন। উহার মধ্যে একক পরিবার রহিয়াছে ৪ হাজার ২ শত নিরানব্বই এবং একাধিক পরিবার রহিয়াছে ৩ শত ৮৫ জন ঐ ৩ ইউনিয়নে ১০ হাজার

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

(৩য় পৃঃ পর)

৪ জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তি আছে। উহার মধ্যে সরকারী বিধি মোতাবেক শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সুবিধা পাইবে। যাহাদের জমির পরিমাণ ৫০ শতক এবং শত করা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকিবে তাহারাই ঐ সুবিধা পাইবে।

অত্র থানায় ঐ নিয়ম মানা হইতেছে না। যাহাদের ৫০ শতকের বেশী জমি রহিয়াছে তাহাদের সন্তানদের গম/চাউল দেওয়া হইতেছে। শ্রেণী ভিত্তিক শতকরা হার করায় বহু গরীব ছাত্র-ছাত্রী বাদ পড়ে। ১২ কেজি না দিয়া ৮/৯ কেজি দেওয়া হয়। ১৬ কেজির পরিবর্তে ১২ কেজি দেওয়া হয়। পরিবহন খরচও খাদ্য গুদামের কর্মচারীদের উৎকোচ দিতে হয় এই কথা বলিয়া চাউল বিতরণের সময় ছাত্র-ছাত্রী প্রতি ২/৩ কেজি কম দেওয়া হয়।

অথচ সরকার পরিবহন খরচের জন্য টন প্রতি ১৮৫ টাকা দেয় এবং ছালা বিক্রির সমুদয় টাকাও পরিবহনের কাজে ব্যয় করার নির্দেশ আছে। বিতরণকালীন সময়ে বিবিধ খরচ বাবদ সরকার প্রতি মাসে ৩০০ টাকা দিয়া থাকেন। ইহার পরও বিতরণের সময় ২/৩ কেজি করিয়া প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে চাউল রাখা হয় এবং উহা পরে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয় বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ঐ ভাগ বাটোয়ারা নিয়া ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। অভিযোগের পর প্রকল্পভুক্ত কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া জানা যায়, ঐ প্রকল্পভুক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও আরো দুই-একজন শিক্ষক ঐ প্রকল্পের কাগজপত্র তৈরী হইতে শুরু করিয়া গম/চাউল বিতরণ পর্যন্ত প্রতি মাসে ঐ মাসে ঐ কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে পাঠদান কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। অনেক সময় কাজ না থাকিলেও ঐ কাজের অজুহাত দিয়া সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণ থানা শিক্ষা অফিসে ও খাদ্য অফিসে স্কুল কামাই দিয়া অহেতুক ঘোরাফিরা করিতে থাকে। গমের লোভে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও স্কুলে উপস্থিতি কম। অভিভাবকদের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার চাইতে গম/চাউল পাওয়ার প্রতি আগ্রহ বেশী। প্রকল্পভুক্ত বাউফল আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের ২/৩ কেজি চাউল কম দেন উহা পরে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।